বাংলার বানী

তারিখ 05 AUG 1991
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

২৬

শিক্ষকদের কর্মবিরতি

আগামী ৭ আগস্ট থেকে সরকারী কলেজের শিক্ষকরা আন্দোলন শুরু করতে যাচ্ছেন। পূর্বেই তারা তাদের কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন। সরকারকেও তা যথাসময়ে অবহিত করেছিলেন। সরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতি বেশ কিছুকাল ধরে তাদের ১২ দফা দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। কখনও তারা কিছু কর্মসূচী পালন করেছেন, কখনও কর্তৃপক্ষের আশ্বাসের প্রেক্ষিতে কর্মসূচী স্থগিত করে পেশায় মনোযোগী হয়েছেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকরা অনেক দেন দরবার ও রাস্তায় নেমেও তাদের দাবিদাওয়া পূরণ হয়নি। এবার তারা ৭ আগস্ট থেকে পর পর দুই, তিন ও চার ঘন্টা কর্মবিরতি পালন করবেন এবং ১৭ আগস্ট থেকে তাদের অনির্দিষ্টকালের জন্যে পূর্ণ কর্মবিরতির কর্মসূচী শুরু হবে। সমিতি সূত্রে জানা গেছে, গত বছর শিক্ষামন্ত্রণালয় শিক্ষকদের ১২ দফা নীতিগতভাবে মেনে নিয়ে গঠিত ১৫ সদস্যের সুপারিশক্রমে পদোন্নতির প্রক্রিয়া ৩০ সেপ্টেম্বর '৯০ থেকে শুরু করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন এবং অন্য দাবিগুলো নভেম্বরের মধ্যে পূরণ করা হবে বলেও জানিয়েছিলেন। কিন্তু সরকার গত এক বছরেও সে কথা রাখেননি, শিক্ষকদের দাবি পূরণ করেননি। গত ৩১ জুলাই বর্তমান সরকারের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী শিক্ষকদের ১২ দফা দাবির বিষয়টি নিয়ে পুনরায় পর্যালোচনা করে নয় সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছেন। মন্ত্রী শিক্ষক প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠকও করেছেন।

উল্লেখ্য, দেশে বর্তমানে ২৩৩টি সরকারী কলেজ রয়েছে, তাতে শিক্ষক রয়েছেন ৪৫০০ জন। মোট ছাত্রের সংখ্যা প্রায় ৪ লাখ। প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে। শিক্ষকের শূন্য পদের সংখ্যা ৬ হাজার ৮৪টি। দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগ বন্ধ করে রাখার দরুনই এই ঘাটতির সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষকরা যে আন্দোলনের কর্মসূচী নিয়েছেন তাতে সহজেই অনুমান করা যায়, উল্লেখিত তারিখ থেকে দেশের সকল সরকারী কলেজে সঠিকভাবেই কর্মবিরতি পালিত হবে। লেখাপড়ার যে সীমিত পরিবেশ রয়েছে শিক্ষকদের ধর্মঘটের দরুন তাও বন্ধ হয়ে যাবে। একথা সর্বজনবিদিত যে, সাবেক সরকারের আমল থেকেই প্রশাসন সরকারী কলেজের শিক্ষকদের দাবিদাওয়া পূরণের প্রশ্নে টালবাহানা করে আসছে। তারা শিক্ষকদের বার বার কথা দিয়েও কথা রক্ষা করেননি, এমনকি সরকারী সিদ্ধান্ত গেজেট আকারে প্রকাশ পাবার পরও শিক্ষকদের ক্ষেত্রে তা কার্যকরী হয়নি। যেমন '৮৯ সালের একটি গেজেটে উল্লেখ ছিল শিক্ষকদের চাকরির বয়স পাঁচ, দশ ও বারো বছর পূরণ হলে এমনিতেই তাদের পদোন্নতি হবে। যেহেতু '৭২ সাল থেকে ৮৭ সাল পর্যন্ত কোন পরীক্ষার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি সেহেতু পরীক্ষা ছাড়াই পদোন্নতি দেয়া হবে। এ ব্যাপারে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়েরও সিদ্ধান্ত ছিল। এছাড়া আট বছর চাকরি হওয়ার পর চব্বিশ' টাকার স্কেল আঠাশ' টাকার স্কেলে উন্নীত হবার যে নিয়ম রয়েছে সেটাও শিক্ষকদের বেলায় কার্যকরী হয়নি।

অর্থাৎ অনেকটা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই সরকারী কলেজের শিক্ষকদের পদোন্নতির বিষয়টি সম্পূর্ণ নিয়ম বহির্ভূত উপায়ে ঠেকিয়ে রেখেছেন। একটি নিয়মতান্ত্রিক সরকার ও তার প্রশাসন কখনই এ ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারে না। তাই অবিলম্বে শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত দাবিদাওয়া মেনে নিয়ে দেশের বিপর্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবেন বলে গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে দেশবাসীর সাথে আমাদেরও প্রত্যাশা।